দূরের এবং কাছের
অলিউর রহমান চৌধুরী

আমি বুঝতে পারি না তোমাকে আজো উনি শিশুর মত আগলে রাখতে চান কেন। অসহ্য।

পিয়ালের হাতে আজকের পত্রিকা। কথাটা বলার আগেই সে অনুমান করেছিল স্ত্রীর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রতুত্তরে কিছু না বলে শোয়া অবস্থায় খসখস শব্দতুলে পাতা উল্টে যেতে লাগল।

মার বলার আছে বলুক না, তুমি কিন্তু বাসা দেখবে। কয়েক বছর আগে তো বাসাই ছাড়তে দিচ্ছিলেন না, এখন নিজের সুবিধা মত বাসাও বদলাতে বাধা দিবেন? আশ্চার্য, তোমার মাকে আমি বুঝি না। উনি কি চান সারাটা জীবন তুমি উনার আঁচলের নিচে কাটিয়ে দাও।

শ্রাবনী গজগজ করেই যাচ্ছিল। নতুন চকচকে টাইলসের মেঝেতে মোড়া পেতে নড়বড়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকছিল সে। ইদানিং একমনে আকার জো নেই। রাইদা মেয়েটার জ্বালা যন্ত্রনা দিনকে দিন বাড়ছেই। ডান চোখের ফোলা ভাবটা আজো কমেনি ওর। খাওয়াতে সেজন্য বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হল। অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়ে বসেছিল অনেক দিন আগের অভ্যাসকে ঝালিয়ে নিতে। রাহান কানভ্যাসটা নিয়ে খেলতে গিয়ে খুঁটির জোর কমিয়ে দিয়েছে। খুব সাবধানে কাজ না করলে কেঁপে কেঁপে উঠছে ছবিটি। ভোরের শিশির ভেজা সকালে নিড়চা গ্রামের সে পথটা অনেক ভেবে ভেবে তুলছে সে। ঘাসগুলোর উপর রঙ চড়াচ্ছিল তখনই মেজাজ বিগড়ানোর মত কথা বলে বসেছিল পিয়াল।

লালচে আভা ধরা পথের অর্ধেকটা তখন আঁকা শেষ। পিয়াল সে ছবির উপর আড় দৃষ্টি ফেলে আবার চোখ সরিয়ে নিয়েছিল খবরের পাতায়। বিয়ের প্রথম দিককার মত স্তুতি করার কথা এখন মনেও আসে না। হয়তো আনমনে আবার তাকাবে কিছুক্ষণ পর পর।

শ্রাবণীই আবার বলল,
কাল ডাক্তারের সাথে এপয়ন্টমেন্ট, বাসায় একটু তাড়াতাড়ি এসো।

হুম। এক শব্দে উত্তর দিয়ে পিয়াল বুঝিয়ে দিল তার মনে আছে। আজ সে এসে রাইদা কে ঘুমে পেয়েছে। বোজা চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছিল অল্প অল্প।

আজো দেখলাম পানি গড়াচ্ছে, ওষুধ বদলে দেয় কিনা।

কেন? বেশ তো কমেছে, আর একবার যেতে বলেছিল না? আমি আর পারছি না, সারাটা দিন চোখে চোখে রাখতে হয়। একটু একা রেখে গেলেই চোখে হাত দিয়ে ফেলে।

হুম।

বাসা দেখেছো?

হ্যাঁ দেখেছি একটা।

কেমন?

দামে বনছে না।

দামটাই শুধু দেখো না। মনে আছে কেমন বলেছিলাম?

খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে আড়মোড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে উঠে পড়ে পিয়াল।

নামাজ পড়া হয়নি।

পড় আরকি, রাতের মেলা বাকি। কেমন দেখলে আজকের বাসাটা?

খোলামেলা আছে।

শ্রাবণী তুলির আলতো আঁচড়ে লম্বা করে টান দেয়, রোদের ছটা ফোটানোর চেষ্টা চলছে। কিছুতেই তেমন হচ্ছে না। মনে পড়তেই প্রশ্ন করল, তোমার পরের ট্যুর কবে? এবারো নিবে তো?

অফিস আপত্তি না করলে।

সে তুমি চাইলেই হয়। হঠাৎ অন্য রকম গাঢ় স্বরে বলল, নিড়চা গ্রামের মত অন্য কোন গ্রাম হয় না।

হবে না কেনো। বাংলাদেশের সব গ্রামই কম বেশি এমন।

মুখে যা আসে বলে দিও না। তোমাদের গ্রামের মত এত ধু ধু গ্রাম আর দু'টা নেই।

পিয়াল সারাদিন অফিস করে এসে ক্লান্ত। এই কথার কোন প্রতিবাদ করল না সে। এর কিছুটা সত্য। গ্রামে তেমন কেউ নেই, মাটিও তত উর্বর নয় সেজন্য গাছগাছালি কম। নিড়চা গ্রামের মূল সৌন্দর্য মাটির তৈরী দোচালা ঘরগুলো। পানিতে নতুন রঙ গুলে শ্রাবণী এখন তালগাছের নিচের ঝোপঝাড়গুলোতে আলো ফেলছে। সেবার শ্রাবণী এমন প্রবল তাগাদা না দিলে অত ভোরে গ্রাম দেখতে বের হওয়া হত না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তন্ময় হয়ে শ্রাবণী সেসব দেখছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ সে ছবিই তুলে ধরতে চাইছে সে। পিয়াল ঘাড় বাঁকিয়ে আর একবার দেখে নিল। ঘরের মাথাতে চালা চড়ছে, শ্রাবণীর এই গুনটি বিশেষ উল্লেখ করার মত, যা আঁকার খুব দ্রুত এঁকে ফেলবে।
ছবির দিকে নিবিষ্ট মনে কাজ করলেও শ্রাবণী পুরোনো কথার খেই ধরল।

দুই একটা গাছ লাগানো যাবে? বাচ্চাদের একটু ছুটাছুটির জায়গা না হলে কিন্তু নড়ে লাভ নেই।

তোমার পছন্দ হওয়ার মত।

ইশ, আমি দেখলে হয়তো নিয়ে নিতাম তোমাকে জোর করে হলেও। রাইদা ভালো হলে আমি বের হব তোমার সাথে। গাড়ি নিতে দিবে?

দিলেও নেয়া উচিৎ না বেশি।

আচ্ছা আমরা প্রতিদিন প্রতিদিন নিচ্ছি কী, তুমি বলে দেখো, দিবে।

দুই একবার এমন করা যায়। ভালো কথা কল্লোল সাহেব বলছিলেন উনার পাশের একটা এক তালা বাড়ি ভাড়া হবে, নোটিশ দেখেছেন। একটু পুরানা ধাঁচের, আপত্তি আছে তোমার?

ধ্যাত। তোমার সাথে কথা বলতে গিয়ে দিলাম সর্বনাশ করে। হাতের লম্বাটে আঙ্গুল দিয়ে শ্রাবণী কিছু একটা মুছে দিতে লাগলো ক্যানভাসে। পিয়াল উঠে এসে ততক্ষণে ঠিক উল্টা দিকের সোফায় বসেছিল। সেখানেই বসে রইল সে। ছবিটা থাকল কি গেলো তাতে যেন তার সামান্যতম আগ্রহ নেই। অথচ মনে মনে মানছিল ছবিটা ভালো হচ্ছে। বিয়ের একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সব পুরুষ মানুষই হয়তো স্ত্রীর প্রকাশ্য প্রশংসায় ক্লান্তিবোধ করে।

আপত্তি থাকবে না যদি কিছু খোলা জায়গা থাকে। রাহান খেলার জন্য কি করে সারাদিন দেখেছো? স্কুল থেকে আসলেই বাসা উলোট পালোট করে রেখে দেয়। একটু খেলার জায়গা হলে আমার শান্তি হত। বাচ্চাদের খেলার দরকারও আছে। কত করে বলেছিলাম আগে গা করনি।

পিয়াল নিশ্চুপ থাকে। এই কথার উত্তর ও আগে দু'একবার দিয়ে দেখেছে। লাভ বিশেষ হয় না। শ্রাবণীর এই ক্ষোভ এত সহজে যাওয়ার নয়। বিয়ের প্রথম দিকে মার সাথে ছিল, গত তিনটি বছর কাটিয়েছে এই বাসায় – মার কাছাকাছি। এখন অফিসে পজিশন যত ভাল হচ্ছে শ্রাবণী তত তাগাদা দিয়ে চলেছে। একটু দূরে কোথাও – মার থেকে আলাদা।

একদিন দুপুর বেলা শ্রাবণী ফোন করেই বলল -
আজ মা কি করেছে শুনবে? কলার থোড় কাঠালের বিঁচি দিয়ে রেঁধে নিয়ে এসেছে।

শ্রাবণীর মুখটা বলার সময় যে ঈষৎ বেঁকেছে সেটা পিয়ালের অগোচরে রয়ে গেল।

পিয়াল কিছু বলছে না দেখে ও নিজেই বলল, ও আর খাবে কি, বাসি তরকারী, কবে রান্না করছে কে জানে।

কেন মা বলেনি কবে রান্না করছে?

বলছে তো কাল রাতে, কিন্তু বাসি না হলে আমাকে দিয়ে ওমন জোরাজুরী করে ফ্রীজে ঢুকিয়েই রাখল কেন বল? তাই আছে এখনো ফ্রীজে। ঠিক ফেলে দিব তুমি দেখো।

এত উপসংহারমূলক কথা শোনার পর পিয়ালের আর বলার কিছু থাকে না। ছোটখাটো ব্যাপারে আজকাল আর শোরগোল করতে ইচ্ছা করে না। অফিসে কাজের চাপে মাথা এমনিতেই ঠিক রাখা দায়।

রাইদা কেমন আছে?

কাল থেকে একদম ভালো। এবারের ড্রপটা দেখলে মাত্র দুই দিনেই কেমন কাজ করল। ভাগ্য ভাল স্কুল বন্ধ ছিল। ওর এই বছরের রুটিন দিয়ে দিয়েছে। জানোতো এবার প্রথম তিন মাস অর্ধেক দিন করে, তারপর থেকে রাহানের মত ফুল ডে।

তুমি লম্বা ছুটি পাবে। ইচ্ছা মত ছবি এঁকো তখন।

বলেছো ভালো, দু'টাকে কতবার আনা নেয়া করি সে খেয়াল আছে? অনেক সময় চলে যায় এই করতে করতে। তোমার একদিন দুইদিন করা উচিৎ এই কাজ। বুঝবে।

লোনের কথাটা তুলব তুলব করছি। গাড়ি হলে কষ্ট অনেক কমবে তোমার।

দেরী করছ কেন তাহলে, এতদিন ধরে বলছি অর্নবের আব্বু যেটা বিক্রি করতে চাচ্ছে ওটা দেখো।

কিনলে পুরানা কিনতে চাইনা, কিছুদিন পর পর সার্ভিসিং করানোটা মহা ঝামেলার মনে হবে তখন।

বাসার কথা মাথায় রেখেছো? রাহানের স্কুলের দিকেই খুঁজো। রাইদার স্কুলও ওখান থেকে বেশি দূর হবে না।

দেখছি, এই শুনো কিছু জরুরী ফোন করতে হবে। তোমাকে পরে ফোন দিচ্ছি।

আচ্ছা।

ফোন রেখে শ্রাবণী উঠে যায়। রাইদা ঘুমাচ্ছে। রাহান স্কুলে। ওকে আনতে এখনো ঘন্টা তিনেক বাকি। একটু জিরিয়ে নিলে হত। রাইদার পাশে গিয়ে গা এলিয়ে দেয়, হাতে ছবির বই টেনে নিতে গিয়েও পাশে ফেলে রাখে। রাইদার গালে ঝুকে চুমু দেয়। মেয়েটা এই একটা সময়ই একটু শান্তি দেয় মাকে।

মামনি আর এক চামচ।
না।
ডরবি পুতুল কিনে দিব।
রাইদা দৌড় থামিয়ে তাকায়। কোনটা?
তুমি কোনটা চাও আম্মু?
আমি পুতুল কিনব না।
আচ্ছা কি চাও তাহলে? পুতুলের চুড়ি আছে তোমার?
মা আসছে টের পেয়ে রাইদা দূরে সরে যায়।
টিকলী আছে?
ওটা কী?
ওম্মা তুমি টিকলী কী চেনো না? কাছে এসো দেখিয়ে দেই। এই যে এখানে পরে মেয়েরা বিয়ের সময়।
এখানে? হাত রাখে রাইদা মার দেখিয়ে দেয়া জায়গায়।
হ্যাঁ মা, তুমি এই চামচটা শেষ করে ফেলো তোমাকে আমি টিকলী এঁকে দিব।

এবার বিশেষ বেগ পেতে হয় না খাওয়াতে। বাটি পাশে রেখে শ্রাবণী বসে যায় রাইদাকে দেখাতে। রাইদা কোলে চড়েই থাকে। কয়েকটি মাত্র স্কেচ টেনে শ্রাবণী সত্যি ফুটিয়ে তোলে বাচ্চা এক মেয়ের মাথায় বড় সড় টিকলী। রাইদা গভীর বিস্ময় নিয়ে দেখে। ততক্ষণে নরম খিচুড়ির মধ্যে মাছের টুকরোগুলো গিলেছে মেয়েটা।

আম্মু তোমাকে একটু পুডিং দেই?

রাইদা ঘাড় কাত করে। অর্থাৎ খেতে চাইছে। শ্রাবণীর মন ভীষন খুশি খুশি হয়ে উঠে। আজ কত দিন পর রাইদা নিজ থেকে কিছু চাইছে। এভাবে ছবি দিয়ে মেয়েকে এত সহজে খাওয়াতে পারবে জানলে

অনেক আগেই ক্যানভাস নিয়ে বসত। পুডিংও বেশ খানিকটা খেয়েছে। শেষে অনেকগুলো পানিও গিলল। রাইদাকে পানি খাওয়াতেও পিছ পিছ ছুটতে হয়। সেই টিকলীর পর নুপুর চেনাতে হল। মার বুকে শুয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার একটাই বায়না তাকে যেন খুব জলদি নুপুর আর টিকলী কিনে দেওয়া হয়। শ্রাবণী এখন রাইদার এলোমেলো চুলগুলোতে আঙ্গুল চালাতে চালাতে এসবই ভাবছিল। মেয়েরা হঠাৎই বড় হয়ে যায়। সত্যি সত্যি টিকলী জোগাড় করতে হয় তখন। শ্রাবণী অনেকটা খেয়ালের বশে ভেবে ফেলেই আপন মনে হাসল। সে এখনো কত দূরের কথা। আজ মোঙ্গলবার। আগামী শনিবার থেকে রাইদার স্কুল শুরু। এতদিন এক টিচারের কাছে গিয়ে পড়ে আসত। এসব স্কুলে চান্স পেতে কত খাটা খাটুনি লাগে। যেমন বাচ্চার তেমন বাবা মায়ের। তবে শ্রাবণী এদিকটা একাই দেখেছে। ওদের বাবার সময় কোথায় ঘরের এসব ব্যপারে মাথা ঘামাবে। সেই সাত সকালে বের হয়ে রাতে ফেরে। এবার দুই জনের স্কুল আনা নেওয়াতে লম্বা একটা সময় যাবে। সকাল সকাল রান্না না করে নিলে সময় মিলবে না।

রাইদাকে স্কুলে নেয়া হল অনেক কান্না কাটির মধ্যে। মেয়েটির হাল্কা জ্বর ছিল। কিছুতেই সকালে উঠবে না। তাকে টেনে আদর করে অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে মুখে কিছুটা গুজে দিয়ে শেষে রাজি করানো গেলো। সেদিন সকালে সদ্য কেনা নুপুর ছিল বলে রক্ষা।

অন্য অনেক দিনের মত সেদিনও শ্রাবণীই ফোন করল পিয়ালকে।

রাইদামণি গিয়েছে আজ, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

জ্বর কমেছিল ?

জ্বর কাল রাতেই কমেছিল খেয়াল করনি? সকালে ছিল তবে গায়ে গায়ে। রাইদাকে দিয়ে এসে রাহানকে দিয়ে এলাম। একটু আগে রাইদাকে আবার নিয়ে এসেছি।

তোমার খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ হচ্ছে তো। তুমি ঠিকমত বাসা দেখছো না।

আহ, দেখছি কিন্তু পাচ্ছি কোথায়। ফ্ল্যাট চাইলে ব্যপার ছিল না। এক যাও বা কল্লোল সাহেব খবর দিলেন ওটা যাওয়ার আগেই ভাড়া হয়ে গেলো।

তোমার নসিবই এমন। সব জায়গায় দেরী কর। যেদিন শুনলে সেদিনই বেরিয়ে যেতে পারোনি? আমাকে একটা গাড়ি দিতে, আমি যেতাম ঠিক।

দেখছি দেখছি, ভেবো না।

নাহ ভাববে না। মার অত্যাচারের কথা আমি কি প্রতিদিন বলতে চাই? কিন্তু বলিয়ে ছাড়েন।

আজ আবার কি হল?

রাইদার স্কুল শুরু হল ওমনি...

এই শুনো, মিটিং আছে, রাখছি এখন। হঠাৎ কন্ঠ নামিয়ে জরুরী ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল পিয়াল।

তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। আজকাল দেখি আর ফুল আনোনা একদম। ঠোঁট উলটে কন্ঠ তরল করেছিল শ্রাবণী, ততক্ষণে ফোনে ডায়াল টোনের একঘেয়ে সুর বাজছে।
ছোট শ্বাসের সাথে আস্তে করে সে নামিয়ে রাখল ফোনটি।

মাকে সরাসরি বলে দেয়া উচিৎ এসব পাগলামি না করতে। আমাদের যেখানে খুশি সেখানে যাব। উনি এত বলতে আসেন কেনো। দেখছেন না সবার সংসার কেমন করে চলছে? সবার মা'রা এমন করেন?

তুমি গায়ে না লাগালেই পারো। এত আগে বলা আসলে উচিৎ হয়নি কি বল? বাসা ঠিক হত তারপর জানাতাম সেই ভালো ছিল।

বেশ করেছ জানিয়েছ। আগ থেকেই মানসিক প্রস্তুতি থাকুক উনার। সেই একই কথা এতদিন পরেও - উনি ফেমিলি লিভিংএ বিছানা পেতে থাকবেন, আমদের মাস্টার বেড দু'টাতে হয়ে যাবে।

বললেই হল আর কি, আদনান কোথায় যাবে তাহলে?

সেই তো, ওর কথা আর বলে কি হবে। আস্ত একটা রাস্কেল। এত বয়েস হল বিয়ে করে মাকে একটা বউ দিতে পারল না।

হুম।

তুমি আগামি সপ্তাহে একটা দিন ছুটি নাও না। এভাবে হবে না, সারাদিন খুঁজলে একটা না একটা মিলে যাবে। গাড়িটা চেয়ে নিও।

গাড়ি নেয়া যাবে কিন্তু ছুটির কথা বলতে পারছি না। ভীষন ব্যস্ততা যাচ্ছে।

আর বলতে, ঐ ব্যস্ততায় পড়ে আর কিছু মনে থাকে না তোমার। বলেছিলাম না বিয়ে শাদি তে যাব এমন একটা ভালো শাড়ী নেই। ছবির এংগেজমেন্ট হয়ে গেছে, তুমি দেখেছিলে ওকে খেয়াল আছে?

পিয়াল ঝট করে মনে করতে না পারলেও বলল ,

ও আচ্ছা, বর কি করে? বলতে বলতে একটি খবরের উপর দৃষ্টি আটকে গেলো ওর। শুয়ে শুয়েই সমস্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ল। ডলারের বিনিময় হার বেড়ে গেছে আজই, বড় বড় বিনিয়োগকারীরা

ডলার ছাড়া অন্য বড় মুদ্রাগুলো ছেড়ে দিচ্ছে দেদারছে। গ্লোবাল ইকোনোমিকে গতিশীল করার জন্য এ নাকি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। পিয়ালের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। আজ বস জার্মানির মেটালের জন্য এলসি খুলতে চেয়েছিল, পিয়ালই মানা করেছে। জার্মানিতে ফোন করে কিছু ইনফরমেশন চাওয়ার ছিল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্রিডিটেশন কোম্পানীর মূল রিপোর্ট এসে পৌছায়নি। সেই তাগাদা দিয়ে মেইল করেছিল। যদিও তারা ইন্সপেক্টের পর ভারবালি গ্রীন সিগনালই দিয়েছে। কপারের পরিমান একটু বেশিই আছে সেদিক দিয়ে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু লিখিত কনফার্মেশন না পেলে এই চালানের জন্য এলসি না খোলারই নিয়ম। এই সাপ্লাইয়ার অনেক পুরোনো। সে জন্যই বস আজ এলসি করে ফেলতে চেয়েছিলেন। কে জানত আজই এক লাফে ডলারের বিনিময় হার এত বেড়ে যাবে। মনে মনে খসড়া হিসেব করে ফেলল পিয়াল, প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকার ধাক্কা!

এই, পেপার ফেলো। এতক্ষণ কী বলেছি একটা কথাও কানে গেছে? এক ঝটকায় পেপার কেড়ে নিয়ে সরিয়ে রাখলো শ্রাবণী। পাশে বসে পিয়ালের গেঞ্জি টেনে ঠিক করে দিল। হাতের উপর পরশ বুলিয়ে দিতে দিতে বলল দিবে না কিনে?

না করলাম কখন? কবে যেতে যাও বল। চল আজ এখনই যাব। বলেই উঠে পড়ছিল পিয়াল।

ধুর তুমিও না। শ্রাবণীর চোখে মুখে কৃত্রিম বিরক্তি, ঠোঁটের পাশের রেখাগুলো অবশ্য অন্য কথা বলছে। পিয়ালকে বাহু ধরে শুয়িয়ে দিতে দিতে ভাঁজ করা হাত রাখল পিয়ালের বুকে। ঝুকে এসে সে হাতের উপর থুতনি ফেলে পিয়ালের দিকে তাকাল। ছবির জামাইয়ের দিকের অবস্থা বেশ ভালো বুঝলে।

হুম। পিয়াল ক্লান্ত। মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। পিয়াল ছবিকে এখনো চিনতে পারেনি। শ্রাবণীর দিকে আত্মীয় অনেক, একই বয়েসী অনেকগুলো মেয়ে, ধরে নিল এদেরই কেউ হবে।

বিয়েটা হল আর মাস দেড়েক পর। জাঁকজমকের কমতি হল না। সেনাকুঞ্জের এত বিশাল হল রুম প্রায় ভর্তি হয়ে গেল আমন্ত্রিত মেহমানে। পিয়ালরা এই প্রথম জনসমক্ষে নতুন কেনা গাড়ি নিয়ে এসেছে। শ্রাবণীর মুখে যে আলগা জৌলুস সেখানে কিছুটা অহং মিশে আছে। পিয়াল টাকা পয়সায় হিসেব করেনি, বৌকে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছে ঢাকাই জামদানী। অনেক দিন পর দেখা আত্মীয়রা শ্রাবণীদের এই দৃশ্যত উন্নতিতে চোখ কপালে তুলল। এটা সত্যি পিয়াল গত তিন বছরে হু হু করে উঠছে। অফিস থেকে গাড়ির লোন পেতেও সমস্যা হয়নি। পরদিন অনেক হৈ চৈ হলেও সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের মিটিং এ সিদ্ধান্ত পিয়ালের অনুকূলেই গেছে। লিখিত ডকুমেন্টের জন্য পিয়াল অপেক্ষা করেছে বলে কম্পানীর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ঠিক, কিন্তু এই ঘটনায় কোম্পানীর নিয়মের প্রতি তার আনুগত্যও প্রকাশ পেয়েছে। এর কয়েদিন পরে সে নিজ থেকেই লোনের প্রসঙ্গ তুলেছিল।

রাইদা ঘুমিয়ে গেছে শ্রাবণীর কোলে, রাহান নতুন গাড়ি দেখে সামনেই বসেছে। কিছুক্ষণ পরপর গানের ভলিয়্যুম বাড়িয়ে দিচ্ছে, কিংবা এসির বাটনগুলো টিপাটিপি করছে। রাতের ঢাকায় ঝিমানো ভাব। মানুষ দিনের শেষ শক্তি এক করে ঘরে ফিরছে। ট্রেনের সিগন্যালে আটকা পড়েছে তাদের

গাড়ি।

ছবির নেকলেসটা দেখেছো? বিদেশ ফেরত ছেলে বলেই হাতে এমন জিনিস উঠেছে। পুরো ত্রিশ ভরির, সেটে পয়তাল্লিশ ভরি বলছিল খালা। মাথায় ঢুকছিল না ঐ চুড়ি আর কানের দুলে পনেরো ভরি হয় কি করে। তবে ঝুমকাগুলোর নিচের কাজটা বেশ না? কি পাথর ছিল দেখতে চাচ্ছিলাম, ছবির বান্ধবীদের জন্য ঠিকমত কাছেই যেতে পারলাম না। কোথা থেকে বানিয়েছে জিজ্ঞেস করতে হবে। ডিজাইন বেশ নজরকাড়া। ছবি মেয়েটা খুব মিশুক বুঝলে, এই চলনা একদিন দাওয়াত করি ওদের। এই...এই, ঘুমাচ্ছো নাকি?

আ... না।

পিয়ালের তন্দ্রা চলে এসেছিল। একটু নড়ে বসল সে। খাওয়াটা আজ মনের মত হয়েছে। শ্রাবণী রাইদাকে কোলে নিয়ে পিয়ালের কাধে মাথা এলিয়ে কথা বলে যাচ্ছিল একমনে। কাঁচের আড়ালে ঢাকার চওড়া রাস্তা মনোরোম আলো বিকিরণ করছে। নরম গদির মাঝে ডুবে গিয়ে আধবোজা চোখে শ্রাবণী সেসব দেখছিল। মৃদু স্বরে বাজছে শ্রাবণীর প্রিয় গজল – চাদভি দেখা, ফুলভি দেখা...। গাড়ি যদি আরো আগে হত, মার উপর আবার রাগ চাগিয়ে উঠলো আচমকাই। এসব সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন উনি শ্রাবণীকে। পিয়ালকে টেনে টেনে ধরেছেন বারবার। সপ্তাহও পার হয়নি নতুন গাড়ি হল, শ্রাবণী এই মুহুর্তে ঠিক করে ফেলল আর গড়িমসি নয়, কোমর বেধে বাসা দেখতে বের হবে। পিয়াল ছুটি চায়নি, এখন অফিসে অনেক ব্যস্ততা। এর মধ্যে শুক্রবারে একবার ঢু মেরে আসা হয়েছে, পছন্দসই কিছুর খোঁজ মিলেনি। পিয়াল যদি নাও যায় সে নিজেই বের হবে সময় সময়।

রাইদার নতুন করে আবার জ্বর এসেছে। পিয়াল অফিস ট্যুরে চট্রগ্রামে যাওয়ার দিনে মেয়েটা অনেক কান্নাকাটি করছিল। ওকে ভুলাতে গিয়ে ফ্রীজ থেকে ঠান্ডা আইসক্রীম বের করে দিয়েছিল শ্রাবণী। রাতেই গলা বসে গেলো, এরপর গভীর রাতে বকছিল ঘুমের ঘোরে। শ্রাবণী অন্ধকার ঘরে কাছে টেনে নিতে গিয়েই চমকে গেছে। পুড়ে যাচ্ছে গা। সাথে সাথে ফোন দিয়ে দেখেছে পিয়ালকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালের দিকে মোবাইল ধরল পিয়াল, কন্ঠে ঘুম ভাব। বলল আমি দেখছি।

এরপরই বাসায় ডাক্তার এলো। বেশ বয়েস্ক চিকিৎসক। সস্নেহ মৃদু ভৎসনা করলেন শ্রাবণীকে।

আমি কি করব বলুন ওর কান্না থামাতে হলে ঐ এক আইসক্রীমেই কাজ হয়। আর এর আগে এভাবে অসুস্থ হয়নি ঠান্ডা খেয়ে।

মনে হচ্ছে বুকে জীবাণু সংক্রমণ হয়েছে, ওর কী প্রায়ই গলা বসে যায়?

শ্রাবণী যতটুক মনে করতে পারল তাতে উত্তর হল না। অবশ্য গত মাস দুয়েক ধরে মেয়েটা ঠান্ডা জনিত রোগে ভুগছে বেশি।

ডাক্তার জ্বর মেপে, চোখ টেনে খুলে মনোযোগ সহকারে কিছুক্ষণ দেখলো।

কি খেতে বেশি পছন্দ করে?

তেমন কিছুই খেতে চায় না। পাতলা করে সব্জির খিচুড়িটা যা একটু সহজে খায়।

ওটাই খেতে দিতে পারো ওর ঘুম ভাঙ্গলে।

খিচুড়ি আর ভাত একই তো জিনিস। ভাত খাওয়ালে জ্বর বেড়ে যাবে না?

ডাক্তার ছোট্ট করে হাসলেন। পাশের ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বললেন, সে আগের দিনের ভুল ধারনা। আমাদের মস্তিস্কের হাইপোথ্যালমাস অংশ সারা শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রন করে । ওর নাম কি বললে যেন?

রাইদা।

রাইদার বেশ আগ হতেই এই তাপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা দূর্বল হয়ে পড়েছে। ওর আরো ঘনঘন জ্বর হবে যদি ঠিক মত চিকিৎসা না করা হয়।

ওষুধ দিয়েছেন ঠিকঠাক? বিচলিত হয়ে শ্রাবণী জিজ্ঞেস করল।

যে ওষুধ দিয়েছি তাতে ওর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। ধীরে ধীরে জ্বর ছাড়বে। ওর তাপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা চাঙ্গা হবে। শরীরে পানির পরিমান বেড়ে গেলেই জ্বর বেড়ে যায় এটা ভুল ধারনা। ভাতে পানি থাকে বলে মানুষ এটা বলে। এমন পানি অনেক খাদ্যেই থাকে যেটা শরীরে পানির পরিমান বাড়িয়ে দেয়। একটু বিরতি নিয়ে ডাক্তার তাকালো শ্রাবণীর দিকে। ওর এখন পুষ্টি দরকার। খেতে চায়না কেনো এটাও দেখব, আগে জ্বরটা ছেড়ে যাক। ক্রিমির টেষ্ট করেছিলে কখনো?

জ্বী না। ওর আব্বু আসুক আগে। শ্রাবণীর বেশি কথা বলতে ভালো লাগছিল না।

তোমার সাহেব আমাকে চেনে ভালো মত, আচ্ছা আমার ভিজিট ফী টা দিয়ে দাও, লাগলে আবার আসব।

শ্রাবণীর এমনিতেও তুমি তুমি বলাটা ভাল লাগেনি, তোমার সাহেব বলাতে গা চিড়বিড় করে উঠল। সাহেব কেমন ভারী কর্তৃত্ববাহী শব্দ, হাজবেন্ড বলতে পারত। দ্রুত ডাক্তারকে বিদায় করেই পিয়ালকে ফোন দিল সে। ফোন যথারীতি বেজে থেমে গেলো। হয়তো কোন মিটিং এ আছে ও। রাহানকে ঘুম থেকে জাগানো হয়নি। আজ ওর স্কুলে যেতে দেরী হয়ে গেলো কিনা সে খেয়ালও করতে পারেনি।

তোমার ডাক্তার একটা আস্ত চামার আর এত বকবকও করতে পারে।
হ্যাঁ কী বললে? ডাক্তার ঔষধ দিয়েছে?
পিয়াল বেশ চিৎকার করে কথা বলছে, আশপাশ থেকে শো শো শব্দ হচ্ছে।

শ্রাবণী বেশ কিছুক্ষণ উঁচু গলায় কথা বলে শেষে বলল তুমি হোটেলে পৌঁছে ফোন দিও।

বিকেলের দিকেও রাইদার অবস্থা অপরিবর্তনীয়। একবার বমি করেছে মাঝে। এখন ঘুম ভেঙ্গেছে, চোখ মেলে শুয়ে আছে। মেয়েটা শ্রাবণীর কাছ ছাড়তে চাইছে না - ওড়না আকড়ে ধরে আছে। পিয়াল গাড়ি নিয়ে যায়নি বলে রাহানকে সকালে স্কুলে পাঠানো গিয়েছিল। ড্রাইভারকে বলা আছে গিয়ে নিয়ে আসতে। তবু একবার মনে করিয়ে দেয়া উচিৎ ভেবে শ্রাবণী উঠেছিল। রাইদাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রেখে গেলেও সে একটু পরই কান্না শুরু করেছিল। মেয়েটার কাঁদার শক্তিও যেন কমে গেছে। শ্রাবন্তীর আজ কিছু খাওয়া হয়নি। তার নিজের এসিডিটির সমস্যা আছে। মুখটা এরই মধ্যে টকটক হয়ে উঠেছে। মেয়েকে মুহূর্ত সরিয়ে রাখতেও মন চাইছে না। সে পরে খেয়ে নিবে।

এর খানিক পরই মা এলো। এসেই অনুযোগ,
একবার জানাবে না?

জানাবো কখন মা, আজ সকালে দেখি এই অবস্থা।

আদনানকে খবর দাও, আহা দাদুমণিটার এত জ্বর আর আমি জানলামও না। বলতে বলতে উনি রাইদার কপালের হাত বুলিয়ে দিলেন। টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে শাড়ীর আঁচল ফেলে ঢেকে দিলেন।আশ্চার্য রাইদা কোন রা করল না। আদনানকে একটা ফোন দাও। জব্বার ডাক্তারকে নিয়ে আসুক।

ডাক্তার দেখে গিয়েছে মা। শীতল কন্ঠেই বলল শ্রাবণী। ওর নিজের ক্ষুদাবোধটা চাগিয়ে উঠছে হঠাৎ।

না না, তাই বলে বসে থাকবে নাকি। গা কাঁপছে দেখো। দূর্বল...
উনি ঘনঘন মাথা নাড়তে লাগলেন।

মা এসেছে শুনে আর রাতে জ্বর কমে যাওয়াতে পিয়াল সেবার আর ফেরেনি সত্ত্বর।

বাড়ি দেখার উৎসাহে হঠাৎ ভাটা পড়েছিল কিছুদিন। কম্পানী মার্জ হওয়ার সময়টা অতিরিক্ত খাটতে হয়েছে সবাই কে। সুইডিশ ম্যানেজমেন্ট দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বাতাসে ভালো খবর উড়ছিল। যাদের পারফরম্যান্স ভালো তাদের বেতন ভাতা বাড়াতে পারে। সে খবরটাই সত্যি হয়ে এলো।

একটা খুশির খবর আছে।
কী?
বাসা ভাড়ার চল্লিশ পার্সেন্ট কোম্পানী বহন করবে।
তাই? পিয়ালের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রাবণী এরপর জিজ্ঞেস করল চল্লিশ পার্সেন্ট মানে কত কম?
একশ টাকায় চল্লিশ টাকা কম। অংক সব ভুলে গেছো দেখছি।
যাহ, কবে আর ভালো করে জানতাম যে ভুলব। এই সব শতাংশ ফতাংশ আমার বের করতে একটু

সময় লাগে। তাহলে বেশি ভাড়া হলেও এবার আর না কর না।
হ্যাঁ সেটাই ভাবছি।

রাইদার পূর্ন দিবস স্কুলের প্রস্তুতি চলছে। ও এখন সম্পুর্ন সুস্থ। খাওয়ায় রুচি ফিরেছে। তবে সাথে ভাইয়ের সাথে মিলে যা দুষ্টামি করে তাতে শ্রাবণীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘর গুছিয়ে রাখার জো নেই। মুহুর্তের মধ্যে লন্ডভন্ড। এখন মাঝেমাঝে এই অতিরিক্ত দুরন্তপনায় শ্রাবণী রেগে যায়। সেদিন রাহান আর রাইদা দুটাকেই ধরে চড় থাপ্পড় লাগিয়েছে। রাইদার পুতুলের মাথায় দু'জন মিলে ইচ্ছে মত রঙ মেখেছে। সোনালী চুল পালটে কালো কুচকুচ করে দেয়ার চেষ্টা চলছিল। বিছানার উপর কালি ফেলে বেডশীট আর ব্যবহারযোগ্য রাখেনি। শ্রাবণী সেদিন মাত্র কিনে দিয়েছিল এই পুতুল জোড়া, দাম একেবারে কম নয়। এরপরই অনেক আগের আঁকা এক ছবির কোনা ছিঁড়ে ফেলেছে দু'জন মিলে। ছবিটা বিশেষ এক সময়ের স্মৃতি। ঘনঘোর বর্ষায় কদম গাছের নিচের পানি জমে গিয়েছে, তার নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টায় এক পথকলি শিশু। বিয়ের আগের ছবি, অঢেল প্রশংসা জুটেছিল। দেয়াল থেকে নামিয়ে সেটার বাধাই করা ফ্রেম খুঁচিয়ে একটা কোনা টেনে বের করেছিল রাহান, দু'জন মিলে কোনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। এত কাগজ থাকতে ঐ ছবিরই কোনা খাওয়া কেন সে শ্রাবণীর মাথায় ঢুকেনি। কাঁচের বাধাই করার ব্যবস্থা করার জন্য এর পরই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। দিনকে দিন দুষ্টকূলের শিরমনি হয়ে উঠছে দুই জন। কথাতেও ইদানিং পরিবর্তন এসেছে রাহানের।

আম্মু, আম্মু...ডাকতে ডাকতে রাহান ছুটে এসেছিল ডাইনিং রুমে।
শ্রাবণী চেয়ারে উঠে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কাবার্ডের তাকগুলোর ভেতরটা মুছে দিচ্ছিল। ধুলা থেকে বাঁচতে নাক মুখ চেপে ধরেছিল ওড়না দিয়ে। আস্তে করে যে জবাব দিয়েছে তা বোধকরি রাহানের কানে যায়নি।
ঐ আম্মুরে বলেই ছেলেটা চেয়ার ধরে ঝাকা দিয়েছিল।
ভয়ার্ত গলায় চিৎকার দিয়ে উঠল শ্রাবণী। ওড়না সরিয়ে মুখ ফিরিয়ে বকা দিল উচু স্বরে - অসভ্য ছেলে। খবরদার নাড়াবি না, আম্মু পড়ে যাব দেখছিস না।
কথা বল না কেন?
শুনছি তো, বল। বুকটা ধুকপুক করছে তার। হাত দিয়ে দেয়াল ধরে একটু জিরিয়ে নিল।
এসব কাজ করিয়ে নেয়ার মত কাজের মানুষ পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রাবণী কাজের লোক রাখার বিরোধী, মার সাথে এসব নিয়েও লাগত। বাসায় আলগা লোক রেখে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখার কষ্টটাও কম না একদম।
আম্মু, হঠাৎ করে বড় হওয়া যায় না?
শ্রাবণী ততক্ষণে ভেতরটা পরিস্কার করে এনেছে। বলল, দাঁড়া নেমে নেই। চেয়ারটা ধর শক্ত করে।
রাহান তার ছোট বাহু কৃত্রিমভাবে ফুলিয়ে মুখটা যতটা সম্ভব কঠোর করল। আম্মু ধরেছি।
নামতে নামতে আড় চোখে ছেলের সেই ভঙ্গী দেখে মৃদু হাসল শ্রাবণী।
নে চেয়ারটা টেবিলের কাছে নিয়ে যা একটু।
শ্রাবণী ছেলেটাকে দিয়ে এরই মধ্যে টুকটাক কাজ করিয়ে নেয়।

রান্নাঘরে হাত ধুচ্ছিল তখনই রাহান ছুটে এলো আবার।

আম্মু বল না, হঠাৎ বড় হওয়া যায় না?
হঠাৎ করে বড় মানে?
এই মানে তাড়াতাড়ি।
শ্রাবণীর হাসি পায়, এই ছেলেটার মাথায় সব সময় উদ্ভট চিন্তা আর প্রশ্ন ভীড় করে।
কেনো রে? কি করবি বড় হয়ে?
অনেক লাভ, স্কুলে যেতে হবে না।
তোর স্কুল না বলে কত ভাল।
ভালোই...রাহান একটু চিন্তার ভঙ্গী করে। কিন্তু প্রতিদিন যেতে ইচ্ছে করে না।
বড় হয়ে গেলে অফিস থাকবে আব্বুর মত তখন?
অফিস অনেক মজার।
আচ্ছা?
আব্বুর কোন হোম ওয়ার্ক নেই, পেপার পড়ে খালি।
শ্রাবণী আচমকা পানির ছিটা দেয় রাহানের মুখে, তোর আব্বু তো একটা অলস।
এই আম্মু, চিৎকার দিয়ে রাহান ছিটকে সরে যায়। রান্না ঘরের পর্দায় মুখ মুছতেই শ্রাবণী হৈ হৈ করে উঠে,
ছি ছি, ময়লা লেগে গেল। দেখি এদিকে আয়, হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে।
ছেলেটা লম্বা হচ্ছে না তেমন। যেন গত বছর যেখানে ছিল সেখানেই থেমে আছে। ভেজা হাতে চুল ধরে ঝাকি দিল। ওড়না দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছে দিতেই রাহান হাসফাঁস করে উঠে গা মুচড়ালো, মুখের উপর কাপড় এখনো সহ্য করতে পারে না ও, দম বন্ধের মত আচরন করে।
বড় হয়ে আব্বুর মত হতে চাস?
আব্বুর মত না, আব্বুর বেশি টাকা নেই।
তোর বন্ধুদের মধ্যে কার আব্বু বেশি বড়লোক?
জিমির আব্বু। আমি বড় হলে জিমির আব্বুর মত হব।
সেজন্য তোর বড় হওয়ার দরকার তাড়াতাড়ি? কি করবি এত টাকা দিয়ে?
বাড়ি বানাব, গাড়ি কিনব।
কয়টা বাড়ি বানাবি?
দুইটা।
একটাতে তুই, একটাতে রাইদা?
নাহ, একটাতে আমি আর একটাতে তোমরা সবাই।
কী বলিস? একা থাকতে পারবি?
একা থাকব না, বিয়ে করব।
ওরে আমার সোনা, বিয়ে করবি? বৌ হলে আম্মুকে লাগবে না আর? বলে ছেলেকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরতে গেলো শ্রাবণী।
হি হি করে হেসেই মায়ের হাত এড়িয়ে ছুটলো রাহান। সামনের কয়েকটা দাঁত পড়ে যাওয়াতে হাসিটা অচেনা লাগে এখন। প্রতিদিন নতুন চেহারা।
রাহানের উচ্চারিত না না না ... কথাটা প্রতিধ্বনির মত শ্রাবণীর কানে লেগেছিল বহুক্ষণ।

শ্রাবণী এখনো যথারীতি দিনে চারবার আসা যাওয়া করে বাচ্চাগুলোকে স্কুলে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। দেখতে দেখতে রাইদার প্রথম তিন মাস শেষ, আজ ফুল ডে স্কুল। রাহানের স্কুল থেকে মহস্থানগড় যাচ্ছে সবাই। দু'জন কে নিয়ে বের হয়েছিল সকালে। প্রথমে রাইদাকে ড্রপ করে গিয়েছে রাহানের স্কুলে। রাহানের ফিরতে বিকেল হবে বলেছে টিচার। আজ বাসায় ঢুকতেই বাসাকে বড্ড খালি খালি লাগল শ্রাবণীর। এতগুলো বছরেও সে এত একাকী থাকেনি কখনো। রাহান ফুল ডে স্কুল শুরু করার আগে রাইদা কথা বলা শুরু করেছিল। সময় কেটে যেত। পিয়ালকে একটু আগেও ফোন দিতে গিয়ে দেখল ফোন নষ্ট হয়ে আছে। নতুন কেনা মোবাইলের কথা খেয়ালই ছিল না ওর। কালো চুলের ভুতুড়ে পুতুলগুলো মুখেও কালো রঙ মেখে এদিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার গায়ে সেদিনই প্রথম হাত তুলেছে মনে হতে বিশ্রী অনুভূতি হল শ্রাবণীর। ঝুকে মেঝে থেকে রাইদার জামা তুলে নিল, নোংরা, ধুতে হবে। ওয়াশিং মেসিনের উপর রাইদার পেন্সিলের আঁকাবুকি দেখে থমকে দাড়াল সে। সময় নিয়ে হাত বুলালো, মুখটা স্নেহে ভরে গেলো। সে যতই চাচ্ছে ভাববে না ততই যেন চিন্তাগুলো স্রোতের গতিতে বয়ে যাচ্ছে। রাইদা বড় হয়ে যাচ্ছে, বড় হয়ে যাওয়া মানে দূরত্ব। রাহানের কথাগুলো মাথায় থেকে গিয়েছিল। বড় হয়ে গেলে সব বাচ্চাই এমন করে ভাবে কী? সেদিনের কথাটায় আজ কষ্ট হচ্ছে। মেয়েটাও বড় হবার পথে।

শ্রাবণী এর আগে খেয়াল করেছে দুই ভাই বোন এক হলে হঠাৎ হঠাৎ তাকে দেখলে চুপ করে যায়। কিছু একটা লুকোচুরির ভাব ফুটে ওদের চোখে মুখে। এই পরিবর্তন কীসের ইঙ্গিত? কেন আজ বারে বারে মনে হচ্ছে জীবনটা এমন ছিল না কখনো।

সন্তান মনে করে মা আগলে যেতে চাইলেও সন্তানরাই এভাবে আস্তে করে দূরে সরে। বড় হয়ে আপন ভুবনে প্রবেশ করা মাত্র সেখানের অনেক জায়গায় শ্রাবণীর আর প্রবেশাধিকার থাকবে না। বুকটা আচমকা খালি হয়ে গেল শ্রাবণীর। জীবনের এই নির্মম সত্য আজকের মত করে সে কখনোই অনুভব করেনি।

কাঁচ দিয়ে বাঁধানো পথকলির ছবিটি নামিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল শ্রাবণী। মেয়েটির মুখের ভাষায় শিশুর সরলতা, সেও কী আজ কারো বড় হয়ে যাওয়া সন্তান? নিস্তরঙ্গ জীবনে আজ এমন ওলোট পালোট করা অনুভূতি, শ্রাবণীর নিজেকে বড় ছন্নছাড়া মনে হচ্ছে।

রাইদাকে নিয়ে ফেরার সময়টাতেও শ্রাবণী বিষন্ন হয়ে রইল। বিকেল গড়িয়ে গেল অথচ রাহানের কোন খবর নেই। শ্রাবণী নতুন কেনা মোবাইলে পিয়ালকে ধরেছে।

রাহানটা এখনো এলো না।
ও না স্কুলের সাথে বগুড়া গেলো?
হ্যাঁ, কিন্তু এতক্ষণে চলে আসার কথা।
দেখো গিয়ে কোথাও জ্যামে আটকা পড়েছে।
আমার ভয় করছে।
আহ! ছেলেমানুষি কর না, ভয় করার মত কি হল। ওদের সাথে কতজন আছে। চলে আসবে।
জিমিদের বাসায় একটা ফোন দিয়ে দেখো না।
দেখেছি, ধরছে না কেউ।
অর্নব?
অর্নব তো যায়নি।

রাহান সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও এলো না। কোন খবরও নেই। শ্রাবণী অস্থির হয়ে ঘনঘন ফোন করেছে পিয়ালকে। পিয়াল অফিস ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাসায় আসছে বলাতে কিছুটা যেন স্বস্তি মিলল। তবু এই উৎকন্ঠা গেলো না, শ্রাবণীর থেকে থেকে কান্না পাচ্ছে।

পিয়াল বাসায় এলো। দুশ্চিন্তা মুখে প্রকাশ না করলেও পিয়ালের যে একটু ভাবনা হচ্ছে না তা নয়। এরও প্রায় আধা ঘন্টা পর রাহানের স্কুল বাস নামিয়ে দিয়ে গেলো তাকে। সুমনা টীচারকে ব্যাক্তিগতভাবে কিছুটা চেনে শ্রাবণী। উনি নিজে এসেই অপরাধীর চেহারা নিয়ে বললেন আপা আপনার ফোন নষ্ট ছিল, রাহান কিছুতেই আপনাদের কারো মোবাইল নম্বর বলতে পারল না। বাকী সবার ঘরে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেই কখন থেকে আপনাদের জানাতে চাচ্ছিলাম। টাংগাইলের কাছে এক ট্রাক উলটে উফ! কী যে জ্যামে পড়লাম।

শ্রাবণী তাকে শুকনো ধন্যবাদ জানাতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

আমি ম্যাডামকে বাস পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি বলে পিয়াল বেরিয়ে গিয়েছিল।

রাহান বাসায় পা দিয়েই রাইদার সাথে হুটিপুটিতে নেমে গেছে। মায়ের বাড়ান হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিল। শ্রাবণী ফ্যালফ্যাল করে দেখছিল তাকে। সে যেন তার নিজের ছেলে নয়, রাহানের উপর কদম গাছ চুয়ানো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে – ঘোলা ঘোলা পানি এসে ঢেকে দিচ্ছে সব। আসলে অপ্রকৃস্থ শ্রাবণী কাঁদছিল।

পরের রাতে শ্রাবণী আবার অনেক দিন পর নতুন ছবিতে হাত দিয়েছিল। বৃষ্টি ভেজা পথকলির মুখ যতই চাইছে আগের মত করে ফুঁটাতে, কিছুতেই আসছে না। সে চোখগুলোর উপর এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, সে অসহায়ত্ব ফুটছে, সে ভঙ্গীরও অনেকটা এসেছে, শুধু বয়েসের ছাপ কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না। আশপাশের ছোট মানুষগুলো আচমকা বড় হয়ে যাচ্ছে।

পিয়াল যথারীতি খবর কাগজ উল্টাচ্ছিল। হঠাৎই মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, এই যা একদম ভুলে গিয়েছিলাম তোমাকে বলাই হয়নি। দারুন এক বাসার খোঁজ পেয়েছি। অনেকটা তুমি যেমন চাচ্ছিলে তেমনই শোনাচ্ছে, গিয়ে দেখে আসি হাতছাড়া হবার আগে। কালই যাবে নাকি?

শ্রাবণীকে নিরুত্তর দেখে পত্রিকা ফেলে এদিকে তাকায় পিয়াল। এতদিন স্ত্রীবাসে পিয়ালের চোখে অভিনব সে দৃশ্য চোখ এড়ায় না। শ্রাবণীর দু'চোখ ভরা টলটলা পানি। পিয়াল চট করে উঠে পড়ে শোয়া থেকে। আরে কী হয়েছে তোমার?

কাঁপানো ঠোঁটে শ্রাবণী বলল – মা সেদিন বলছিল বাতের ব্যাথায় অনেক কষ্ট পান।
ওহ, হ্যাঁ সে তো মার কবে থেকেই লেগে আছে।
বেড়েছে নাকি আরো।
ও...থেমে কি যেন ভেবে নিল পিয়াল। ডাক্তার দেখাচ্ছে না?

শ্রাবণী উঠে দাঁড়ায়, হাতের মুঠিতে ধরে থাকা তুলি খসে পড়ে। এমন টলমল শ্রাবণীকে দেখে পিয়াল দু'হাত এগিয়ে আসে।

তোমার শরীর খারাপ?

নিরত্তর থেকে রাঙ্গা হাতেই শ্রাবণী ঝাঁপিয়ে পড়ে পিয়ালের বুকে।
আহ, হল কি তোমার?
পিয়াল টের পেলো শ্রাবণীর গলাটা ধরে এসেছে। কিছু একটা বলতে গিয়েও বেধে যাচ্ছে। পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। স্ত্রীকে বুকের মাঝখানে চেপে ধরল সে আরো দৃঢ়ভাবে।
তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে? বল আমাকে।
শ্রাবণী এরপরই সারা গায়ের ভার ছেড়ে দিল। দমকে দমকে কান্নার মাঝে শোনা গেলো অস্পষ্ট উচ্চারনে বলা কথা দু’টা –

আমাদের দু’টা রুমের চেয়ে বেশি কী কখনো দরকার হয়?

09/09/08
o.r.chowdhury@gmail.com